

সমাধন

কোন ব্যক্তির মাতা পতি মারা গেলে অশটচ এবং কালঅশটচ হয়। কিন্তু ক'ছ ক'ছ প্রশ্ন থেকেই যায়। সে গুলো হলোঃ

১) অশটচ বাড়তি এক বছর কোন পূজা (লক্ষ্মী, নারায়ণ, কালী ইত্যাদি) করা যায় কিনা বা করতে পারে কিনা?

উত্তরঃ না।

২) অশটচ এর পর শ্রাদ্ধ শান্তি শেষে করে নতি পূজা (জপ, আহ্নিক) চলবে কিনা?

উত্তরঃ চলবে।

৩) অশটচ বাড়তি যদি কোন মন্দির থাকে তাহলে সেখানে কে পূজা করবে? (সবোয়ত বা পুরোহিত নিয়োগ থাকলে ভিন্ন কথা) কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে কি অশটচী ব্যক্তির স্ত্রী বা পুত্রের পূজা করতে পারবে?

উত্তরঃ স্ত্রী পারবে না কিন্তু পুত্রের পারবে। (আমার জ্ঞান তাই বলে)

কিন্তু আমার এক প্রিয় পাত্র বাবু সুকান্ত চক্রবর্তী নচিরে এই উত্তর দিয়েছেন। আমি জানি আপনারা অনেকে বজ্জি, অনেকে ক'ছই আপনারা জানেন। তাই আমি একটা সমাধন চাই। তর্ক করুন কিন্তু ঝগড়া করবেন না।

বাবু সুকান্ত চক্রবর্তী বলছেন,

আপনাদের জন্ম সংক্ষেপে বললাম কেন স্ত্রীর জন্ম তাঁর শ্বশুর-শ্বশুড়ি মরলে কাল অশটচ প্রযোজ্য হয় না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ এবং গঠিতম এর ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে প্রতটি পুরুষ ও নারীর জন্ম ৪ জন গুরু থাকে। তাঁরা হলেন পতি, মাতা, স্বামী এবং দীক্ষাগুরু। এই ৪ জনের যেকোনো মৃত্যুতে পূর্নাশটচ পালন করতে হয়। রক্ত সম্পর্কিত পতি-মাতার ক্ষেত্রে তা ১ বছর অর্থাৎ সাংবাৎসরিক কাল পর্যন্ত, বিবাহের পর স্বামীর গৌত্রে আসা নারীর জন্ম তার স্বামী মারা গেলে ও ১ বছর, এবং দীক্ষা গুরু মারা গেলে ১০ দিন বা ন্যূনতম ৩ দিন। গৌত্রান্তর হলে ও স্ত্রীর তাঁদের শ্বশুড়-শশুড়ীর পন্ডিরে অধিকারী নয়--- কারণ তাঁদের ক্ষেত্রে তাঁদের স্বামীরাই পরম গুরু, শ্বশুর-শশুড়ি নয়। তাই নিজের স্বামী মারা গেলেই কেবল তাঁরা ১ বছর কাল অশটচ পালন করবেন। অপর দিকে বিবাহের পর গৌত্রান্তর হওয়ার জন্ম ময়ে বা স্ত্রীর নিজের বাবা মায়ের ক্ষেত্রে ১০ দিন অশটচ পালন করবেন। একই নিয়ম স্ত্রী-পুরুষ ভেদে দীক্ষা গুরুর জন্ম ও।

তাই স্ত্রীদের শশুড় শশুরী মারা গেলে কাল অশটচ নয় বরং ১০ দিন পূর্নাশটচ থাকবে।